[২০১৯] ৪ এস. সি. আর. ৯২৮
এম/এস বিজয় ইন্ডাস্ট্রিজ
বনাম
আয়কর কমিশনার
(২০০৫ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর: ১৫৮১-১৫৮২)
১ মার্চ, ২০১৯
[এ. কে. সিক্রি, এস. আব্দুল নাজির এবং এম. আর. শাহ, বিচারপতিগণ]।

আয়কর আইন, ১৯৬১ - ধারা ৮০ জজ (১), ৮০ক, ৮০কখ এবং ধারা ৩০ থেকে ৪৩ঘ - করদাতারা মুনাফার ২০% হারে ৮০জজ কর্তন দাবি করেছেন এবং লাভ, অর্থাৎ মোট লাভের উপর - যেখানে আয়কর বিভাগের অবস্থান ছিল যে ২০% হারে কর্তন গণনা করতে হবে অবচয়, অশোষিত অবচয় এবং বিনিয়োগ ভাতা বিবেচনা করে - অন্য কথায়, বিভাগের মতে, করদাতার আয় ধারা ২৮ থেকে ৪৪ ঘখ তে থাকা বিধান অনুসারে গণনা করতে হবে যা'ব্যবসা বা পেশার লাভ এবং লাভ' শিরোনামে 'আয়' গণনার জন্য বিধান এবং একবার আয় পৌঁছানোর পরে, এর ২০% অবচয় হিসাবে অনুমোদিত। ৮০জজ - অধিকন্তু, রাজস্ব দাবি করেছে ধারা.৮০কখ-এর আবেদন - অনুষ্ঠিত: তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, মূল্যায়ন ১৯৭৯-১৯৮০ এবং ১৯৮০-১৯৮১ সাল বিবেচনাধীন ছিল -ধারা ৮০ জজ -এ বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে 'লাভ এবং লাভের' ২০% হারে কর্তন - ধারা ৮০ক-এর সাথে ধারা ৮০জজ -এর পাঠ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করবে যে এই ধরনের কর্তন মোট লাভ এবং লাভের হতে হবে অর্থাৎ ধারা-এ উল্লেখিত আয় গণনা করার আগে। আইনের ৩০ থেকে ৪৩ঘ - যতদূর ধারা ৮০কখ সম্পর্কিত, উক্ত ধারাটি অর্থ (নং ২) আইন, ১৯৮০ দ্বারা ১লা এপ্রিল, ১৯৮১ থেকে কার্যকরভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল - স্পষ্টতই, অর্থ (নং ৮০কখ) একটি সম্ভাব্য প্রভাবের বিধান - অতএব, এটি ১৯৭৯-৮০ এবং ১৯৮০-৮১ - অর্থ (নং ২) আইন, ১৯৮০ এর মূল্যায়ন বছরগুলিতে প্রযোজ্য হতে পারে না।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত,

স্থির হয়েছেঃ ১। ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের পরিকল্পনাটি আয়ের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত আয় গণনার ক্ষেত্রে, এবং মোট আয় গণনার সময় আইনের ষষ্ঠ-ক অধ্যায়ের অধীনে অনুমোদিত কর্তনের সাথে এর তুলনা করে। এই প্রকল্পটি নিজেই 'আয়' ধারণার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরে

একদিকে 'লাভ ও লাভ' এবং অন্যদিকে 'লাভ ও লাভ'। ব্যবসা বা পেশা থেকে 'লাভ ও লাভ' শিরোনামে আয়ের গণনার ক্ষেত্রে, আইনের ২৮ নং ধারায় বিভিন্ন ধরনের আয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা এই শীর্ষের অধীনে ধার্য। অতএব, সেই সমস্ত আয় বিশেষভাবে প্রযোজ্য। উল্লিখিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনও নির্দিষ্ট করদাতার দ্বারা অর্জিত বিধানগুলি করদাতার লাভ ও লাভ অর্জনের জন্য একত্রিত করতে হবে। এর ২৯ নং ধারায় 'আয়' অর্জনের পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা আইনের ৩০-৪৩ ঘ ধারাগুলিতে অন্তর্ভুক্ত বিধান অনুসারে গণনা করতে হবে। ৩০-৪৩ ঘ ধারাগুলিতে বিভিন্ন ধরনের ছাড় রয়েছে যা ব্যয়ের প্রকৃতির বা একই প্রকৃতির। এই বিধানগুলিতে গ্রহণযোগ্য ছাড় দেওয়ার পরে, একজন মোট লাভের সংখ্যায় পৌঁছে যায় যা 'ব্যবসা বা পেশার লাভ এবং লাভ' শিরোনামের অধীনে নিট আয় হয়ে উঠবে। এর বিপরীতে, উপরে উল্লিখিত, আইনের ৬-এ অধ্যায়ের অধীনে নির্দিষ্ট ছাড়গুলি সেন্টিবের মাধ্যমে দেওয়া হয়। এই আইনের ৮০ক ধারায় বলা হয়েছে যে, করদাতার মোট আয় গণনা করার সময়, এই অধ্যায়ের বিধানগুলির বিষয় অনুসারে, তার মোট মোট আয় থেকে ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হবে, ৮০গ থেকে ৮০ন ধারায় উল্লিখিত ছাড়গুলি। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, ৮০গ থেকে ৮০ন ধারায় বিভিন্ন বিষয় রয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছাড়ের নির্দিষ্ট শতাংশও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ধারা ৮০ক নিজেই "তার মোট মোট আয় থেকে" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করে কারণ এতে বলা হয়েছে যে কোনও করদাতার "তার মোট মোট আয় থেকে" ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হবে। উপরন্তু, ধারা ৮০গ থেকে ৮০ন পর্যন্ত বিভিন্ন বিধান, কোন শতাংশ এবং কোন সময়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট ছাড় অনুমোদিত তা উল্লেখ করার সময়, এই ধরনের ছাড় কীভাবে কার্যকর করা হবে তাও নির্দিষ্ট করে, যথা, কোন উপাদানের ছাড়ের নির্দিষ্ট শতাংশ। এই বিভাগগুলি বিভিন্ন পরামিতি প্রদান করে। যতদূর পর্যন্ত ধারা ৮০জজ সম্পর্কিত, এটি বিশেষভাবে উল্লেখ করে যে 'লাভ ও লাভের' ২০ শতাংশ ছাড়। ধারা ৮০ক সহ ধারা ৮০জজ পড়া স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করবে যে এই ধরনের ছাড় মোট লাভ এবং লাভের হতে হবে, অর্থাৎ, আইনের ৩০ থেকে ৪৩ঘ ধারায় নির্দিষ্ট আয় গণনা করার আগে।

একটি মতিলাল পেস্টিসাইডস (১) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম আয়কর কমিশনার, দিল্লি-২ (২০০০) ৯ এস. সি. সি ৬৩-বাতিল করা হয়েছে।

এম/এসক্লথ ট্রেডার্স (পি) লিমিটেড বনাম অতিরিক্ত সি. ১. টি. গুজরাট-১ (১৯৭৯) ৩ এস. সি. সি. ৫৩৮: [১৯৭৯] ৩ এস. সি. আর. ৯৮৪; আয়কর কমিশনার, , মাদ্রাজ বনাম কোটাগিরি বি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ টি ফ্যাক্টরি লিমিটেড, কোটাগিরি (১৯৯৭) ৯ এস. সি. সি. ৫৩৭: [১৯৯৭] ২ এস. সি. আর. ৭৩৮-প্রযোজ্য নয়।

ক্যাম্বে ইলেকট্রিক সাপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোং লিমিটেড বনাম সি. আই. টি (১৯৭৮) ২ এস. সি. সি ৬৪৪: [১৯৭৮] ৩ এস. সি. আর ৬৬০; এইচ. এল. এইচ. স্যার রাম ভার্মা (মৃত) এল. আর বনাম আয়কর কমিশনার,

সি কেরালা [১৯৯৪] ১ সাপ্লি. এস. সি. সি ৪৭৩; ডিস্ট্রিবিউটরস (বরোদা) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ওরস (১৯৮৬) ১ এস. সি. সি ৪৩: [১৯৮৫] ১ সাপ্লি. এস. সি. আর ৭৭৮-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গঃ

(২০০০) ৯ এস. সি. সি ৬৩	বাতিল	অনুচ্ছেদ ৪
[১৯৭৮] ৩ এস. সি. আর ৬৬০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৩
[১৯৭৯] ৩ এস. সি. আর ৯৮৪	অপ্রযোজ্য	অনুচ্ছেদ ১৩
[১৯৯৪] ১ সম্পূরক এস. সি. সি ৪৭৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪
[১৯৮৫] ১ সম্পূরক এস. সি. আর ৭৭৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪
[১৯৯৭] ২ এস. সি. আর ৭৩৮	অপ্রযোজ্য	অনুচ্ছেদ ১৫

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০০৫ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ১৫৮১-১৫৮২।

জয়পুরের রাজস্থান হাইকোর্টের ১৭.০৫.২০০৪ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে, ডি.বি.এল.টি. নং.৮০/৮৭ এবং ডি.বি.আই.টি. নং.৭/১৯৯৫ সহ

২০১৯-এর জি সিভিল আপিল নংঃ .২৪১৬-২৪১৭,২৪২০-২৪২১,২৪১৪-২৪১৫,২৪১৮-২৪১৯ ইন্ড ২৪২২-২৪২৩, এস. কে. বাগারিয়া, সিনিয়র আইনজীবী., কে. অজিত সিং, ভার্গব ভি, দেশাই, অক্ষত মালপানি, সঞ্জয় ঝানওয়ার, তরুণ গুপ্তা, ই. সি. আগরওয়ালা, পিএস. আপিলকারীর পক্ষে সুধীর, 'আইনজীবী.

শ্রীমতি বিভা দত্ত মাখিজা, সিনিয়র আইনজীবী., অরিজিৎ প্রসাদ, সয়ুজ মোহনদাস এম., প্রবীণ, শ্রীমতী অনিল কাটিয়ার, বি. ভি. বলরাম দাস, উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবী. আদালতের রায় একে সিক্রি, জে মঞ্জুর করেছিলেন। বিলম্বকে ক্ষমা করা হয়েছে।

২. এই সমস্ত আপীলের বিষয়গুলি আয়কর আইন, ১৯৬১-এর ধারা ৮০জজ -এর বিধানগুলির (এরপরে 'আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) ব্যাখ্যার সাথে সম্পর্কিত। ধারা ৮০জজ এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিধানগুলি, যা প্রাসঙ্গিক সময়ে বিদ্যমান ছিল, তা নোট করতে হবে। যেহেতু আমরা মূল্যায়ন বছর ১৯৭৯-৮০ এবং ১৯৮০-৮১ নিয়ে উদ্বিগ্ন। ধারা ৮০জজ নির্দিষ্ট কিছু শিল্প উদ্যোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হারে আয় থেকে ছাড়ের ব্যবস্থা করে, যা উক্ত বিধানের আওতায় আসে, অর্থাৎ, ছাড় গণনা করার সময়, আইনের অধীনে গণনা করা 'আয়' থেকে পাওয়া যাবে কিনা বা 'লাভ ও লাভ' থেকে পাওয়া যাবে কিনা, তা 'অবমূল্যায়ন' এবং 'বিনিয়োগ ভাতা' থেকে বাদ না দিয়ে। উপরোক্ত বিষয়টি বোঝার জন্য ধারা ৮০জজ -এর উপ-ধারা (১)-এর ভাষা দেখতে হবে। এতে বলা হয়েছেঃ

> "৮০জজ. এইচ. অনগ্রসর অঞ্চলে সদ্য প্রতিষ্ঠিত শিল্প উদ্যোগ বা হোটেল ব্যবসা থেকে লাভ ও লাভের ক্ষেত্রে ছাড়।
>
> (১) যদি কোনও করদাতার মোট মোট আয়ের মধ্যে কোনও শিল্প উদ্যোগ বা হোটেলের ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত কোনও লাভ ও লাভ অন্তর্ভুক্ত থাকে, যার ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হয়, তবে এই ধারার বিধান অনুসারে এবং সাপেক্ষে, করদাতার মোট আয় গণনা করার সময়, তার বিশ শতাংশের সমান পরিমাণের লাভ ও লাভ থেকে ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হবে।

৩. উপরের থেকে দেখা যায়, এই ধারাটি হোটেলের উৎপাদন বা ব্যবসায় নিযুক্ত কোনও উদ্যোগকে লাভ ও লাভ থেকে ছাড় দেয়। ১০টি মূল্যায়ন বছরের জন্য উদ্যোগের লাভ ও লাভের ২০ শতাংশ হারে ছাড় গ্রহণযোগ্য। এই ধরনের ছাড়ের যোগ্য হওয়ার জন্য কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে, যার বিষয়ে এই আপিলের ক্ষেত্রে কোনও বিরোধ নেই। দ্বন্দ্ব একটি দিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ মোট লাভ ও লাভ বা নিট আয়ের ২০ শতাংশ ছাড়। যেখানে মূল্যায়নকারীরা এই হারে ছাড় চায়

মুনাফা ও লাভের ২০ শতাংশের মধ্যে, অর্থাৎ মোট লাভের ক্ষেত্রে, আয়কর বিভাগের অবস্থান হল যে অবমূল্যায়ন, অব্যবহৃত অবমূল্যায়ন এবং বিনিয়োগ ভাতা বিবেচনা করে ২০ শতাংশ হারে ছাড় গণনা করতে হবে। অন্যথায় বলতে গেলে, বিভাগ অনুসারে, করদাতার আয় ২৮ থেকে ৪৪ ঘখ ধারার বিধান অনুসারে গণনা করতে হবে যা 'ব্যবসা বা পেশার লাভ ও লাভ' শিরোনামে 'আয়'-এর ২টি গণনার বিধান। উপরোক্ত বিধানগুলি প্রয়োগ করার পরে একবার আয় হয়ে গেলে, তার ২০ শতাংশ ধারা ৮০জজ -এর অধীনে ছাড় হিসাবে অনুমোদিত। অন্যদিকে, মূল্যায়নকারীরা বলেন যে ধারা ৮০জজ 'লাভ এবং লাভ' অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করে যা 'আয়' থেকে আলাদা। অতএব, আইনের ধারা ৮০জজ দ্বারা নির্ধারিত কোনও উদ্যোগের দ্বারা যে লাভ ও লাভ অর্জিত হয়, তার ২০ শতাংশ ছাড় হিসাবে গ্রহণযোগ্য। ফলস্বরূপ, শিল্প উদ্যোগের এই ধরনের লাভ ও লাভ থেকে, অবমূল্যায়ন বা অবশোষিত বিনিয়োগ ভাতা যা আইনের ধারা ৩২ এবং ৩২এবি-এর অধীনে গ্রহণযোগ্য ছাড়, তা বিবেচনায় নেওয়া যাবে না।

৪। আমরা এই পর্যায়ে উল্লেখ করতে পারি যে, এই আদালত মতিলাল পেস্টিসাইডস প্রাইভেট লিমিটেড (১) বনাম আয়কর কমিশনার, দিল্লি-আইটি-র মামলায় এমন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে যা বিভাগের পক্ষে অনুকূল। এই দৃষ্টিভঙ্গি হাইকোর্ট দ্বারা বিতর্কিত রায়ে অনুসরণ করা হয়েছে যার ফলে এখানে আবেদনকারী/মূল্যায়নকারীদের আপিল খারিজ করা হয়েছে। এই আপিলগুলির মূল্যায়নকারীরা বলেন যে মতিলাল পেস্টিসাইডস মামলায় গৃহীত উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নয় কারণ এটি এই বিষয়ে আগের কিছু রায়কে উপেক্ষা করে। অতএব, তাদের মতে, মতিলাল পেস্টিসাইডস মামলার পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন।

৫। এই আপিলগুলি এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চের সামনে শুনানির জন্য এসেছিল। উপরোক্ত লাইনে পক্ষগুলির পক্ষে আইনজীবীদের দ্বারা উত্থাপিত যুক্তি শোনার পরে, ডিভিশন বেঞ্চ দ্বন্দ্বটি নোট করে এবং ৫ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখের আদেশ পাস করে, যার ফলে বিষয়টি বৃহত্তর বেঞ্চে প্রেরণ করা হয়। এইভাবে বিষয়গুলি এর সামনে এসেছে, বেঞ্চ।

৬. এই বিতর্ককে উপলব্ধি করার জন্য, করদাতাদের আয়ের উপর কর ধারণার পদ্ধতিটি বিস্তৃতভাবে বোঝার জন্য আমাদের আইনের কিছু বিধানের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

---

১ (২০০০) ৯ এস. সি. সি ৬৩

৭. আইনের ৪ নং ধারাটি হল একটি চার্জিং ধারা যা প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ববর্তী বছরের মোট আয়কে নির্দিষ্ট হারে করযোগ্য করে তোলে যা সময়ে সময়ে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। এইভাবে, উক্ত ধারাটি কোনও ব্যক্তির উপর তার আয়ের ক্ষেত্রে আয়কর আরোপ করে। অবশ্যই, বার্ষিক অর্থ আইন দ্বারা বছরের জন্য নির্ধারিত হার বা হারে আয় ধার্য করতে হবে। এছাড়াও কর নির্ধারণযোগ্য সত্তার মোট আয়ের উপর হতে হবে, যা আইনের বিধান অনুসারে গণনা করা হয়। ধারা ৫ মোট আয়ের পরিধি নির্ধারণ করে। গণনা করার সময়, মোট আয়, নির্দিষ্ট কিছু আয় বাদ দেওয়া হয় যা অন্তর্ভুক্ত করা হবে না এবং এগুলি আইনের ১০ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৮। আইনের ১৪ ধারা হল পরবর্তী বিধান যা এই আপিলগুলির জন্য প্রাসঙ্গিক। এটি চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম বিধান যা "মোট আয়ের গণনা" শিরোনামযুক্ত এবং স্পষ্টতই, মোট আয়ের গণনার বিধান রয়েছে। ১৪ ধারায় আয়ের বিভিন্ন শিরোনাম, যেমন, বেতন, বাড়ির সম্পত্তি থেকে আয়, ব্যবসা বা পেশার লাভ এবং লাভ, মূলধন লাভ এবং অন্যান্য উৎস থেকে আয় গণনা করা হয়েছে। 'ব্যবসা বা পেশার লাভ এবং লাভ' শিরোনামের অধীনে আয়ের ক্ষেত্রে, আইনের ২৮ থেকে ৪ ডিবি ধারায় এর বিধান রয়েছে। ধারা ২৮ বিভিন্ন আয় নির্দিষ্ট করে যা এই শিরোনামের অধীনে আয়করের জন্য প্রযোজ্য হবে।
এরপরে, ধারা ২৯-এ বলা হয়েছে যে ধারা ২৮-এ উল্লিখিত আয় ৩০ থেকে ৪৩ঘ-র বিধান অনুসারে গণনা করা হবে। এই ধারাগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ছাড়ের বিধান রয়েছে। তাদের মধ্যে ধারা ৩২ অবমূল্যায়নের সাথে সম্পর্কিত, ধারা ৩২এবি নির্দিষ্ট বিনিয়োগ ভাতার ক্ষেত্রে ছাড় দেয়। গ্রহণযোগ্য ছাড়ের বিধান দেওয়ার পরে, এই শীর্ষের অধীনে আয় নির্ধারণ করা হয়। একইভাবে, উপরে উল্লিখিত হিসাবে, অন্যান্য শীর্ষের অধীনে আয় গণনা করা হয়। যদি কোনও নির্দিষ্ট করদাতার একাধিক শীর্ষের অধীনে আয় থাকে, তবে আয়কর রিটার্নে উল্লিখিত শীর্ষের অধীনে সংশ্লিষ্ট আয় দেখানো হবে যার ফলে মোট আয় হবে যার উপর কর প্রদেয় হবে।

৯. অধ্যায় VIA-তে মোট আয় গণনার ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট কর্তনের বিধানও রয়েছে। এই অধ্যায়ের ধারা ৮০ক-তে বলা হয়েছে যে, একজন মূল্যায়নকারীর মোট আয় গণনা করার ক্ষেত্রে, ধারা ৮০গ থেকে ৮০ন-তে উল্লেখিত 'মোট মোট আয়' থেকে কর্তন অনুমোদিত হবে। এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে যদিও

VIA অধ্যায় মোট আয় গণনার ক্ষেত্রেও কিছু ছাড়ের অনুমতি দেয়, এই বিধানগুলি আইনের চতুর্থ অধ্যায়ের বিধানগুলির সাথে যুক্ত নয়। এটি করার একটি কারণ রয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে করা বিধানগুলি ব্যবসা বা পেশা থেকে 'লাভ এবং লাভ' শিরোনামে মোট আয় গণনা করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। মোট মোট আয় থেকে প্রদত্ত বিভিন্ন ছাড়গুলি ব্যয় হিসাবে বিবেচিত বা বিবেচিত হবে। এটি প্রদান করা ভাড়া, বিল্ডিংয়ের জন্য প্রদত্ত বীমা প্রিমিয়াম, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যয়, অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের ব্যয় ইত্যাদি হতে পারে। উদ্দেশ্য হল এই ধরনের ব্যয়কে ছাড়ের জন্য গ্রহণযোগ্য করার পরে প্রকৃত আয় অর্জন করা। অন্যদিকে, অধ্যায় ভি. আই. এ-এর অধীনে প্রদত্ত ছাড়গুলি মূলত প্রণোদনার প্রকৃতির। উদাহরণস্বরূপ, প্রদত্ত ধারা ৮০ সি. সি. এ ছাড়গুলি জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পের অধীনে আমানতের ক্ষেত্রে বা বিলম্বিত বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয় যাতে মূল্যায়নকারীদের এই প্রকল্পগুলির অধীনে আমানত করতে উৎসাহিত করা হয়। একইভাবে, ধারা ৮০ সি. সি. সি-এর অধীনে, নির্দিষ্ট পেনশন তহবিলে অবদানের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য অনুদান, অনগ্রসর অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্প উদ্যোগ বা হোটেল ব্যবসা, ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগ, আবাসন প্রকল্প, রপ্তানি ব্যবসা, রূপান্তরযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ব্যবসা ইত্যাদির জন্যও ছাড় দেওয়া হয়।

১০. উপরোক্ত পরিকল্পনায়, এস. ও. এইচ. এইচ-এর অধীনে, যা ভি. আই. এ-র অধ্যায়ের অধীনে পড়ে, আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লিখিত আয় গণনার বিধানগুলি প্রয়োগ করার পরে প্রলোভন দেওয়া হবে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে। একবার, আমরা পরিকল্পনার পূর্বোক্ত প্রকৃতির কথা মাথায় রেখে বিষয়টি পরীক্ষা করলে, উত্তর স্পষ্ট হয়ে যায়। অধ্যায় ভি. আই. এ, চতুর্থ অধ্যায়ের একটি একক অধ্যায়। অতএব, এখানে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের ছাড় সম্পর্কিত বিধানগুলি আইনের চতুর্থ অধ্যায় থেকে স্বাধীনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। আরেকটি প্রাসঙ্গিক দিক যা মনে রাখতে হবে তা হল ধারণাগতভাবে 'আয় বা মোট আয়' 'লাভ ও লাভ' থেকে আলাদা, আয়ের বিভিন্ন শিরোনাম রয়েছে এবং যদি কোনও করদাতার একাধিক শিরোনামে আয় হয়, তবে অন্যান্য আয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এগুলিকে একত্রিত করতে হবে। ব্যবসা বা পেশা থেকে লাভ এবং লাভ কেবল আয়ের শীর্ষগুলির মধ্যে এক নয়।

১১. আমরা উপরোক্ত পরামিতিগুলির কথা মাথায় রেখে আইনের ৮০জজ ধারার বিধানগুলি পরীক্ষা ও ব্যাখ্যা করতে চাই। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, করদাতার মোট আয় গণনার ক্ষেত্রে,

মুনাফা এবং লাভ থেকে ২০ শতাংশের সমপরিমাণ ছাড়ের ব্যবস্থা করা হবে।

১২. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী জনাব বাগারিয়ার যুক্তি হল যে, এই আদালত মতিলাল কীটনাশক মামলায় ৮০কখ ধারায় উল্লিখিত 'আয়' ও 'মোট মোট আয়'-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যটি বাদ দিয়েছে, যেখানে ৮০জজ ও ৮০১ ধারায় 'ব্যবসার লাভ ও লাভ'-এর উল্লেখ রয়েছে। এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে এস. ও. এইচ. এইচ এবং ৮০১ ধারা খুব স্পষ্টভাবে 'শিল্প উদ্যোগের লাভ এবং লাভ' পরিভাষাকে বোঝায় এবং ব্যবহার করে। 'লাভ এবং লাভ' এবং 'আয়' শব্দগুলি একই নয় তবে আলাদা, 'লাভ এবং লাভ' শব্দটি আইনের বিধানগুলির অধীনে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি যেখানে 'আয়' শব্দটি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে অধ্যায় ভি. আই. এ-এর অধীনে বেশ কয়েকটি বিধান রয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি 'লাভ এবং লাভ' শব্দটিকে বোঝায়। অন্যরা 'আয়' শব্দটিকে বোঝায়। সুতরাং, VIAঅধ্যায়ের কিছু বিধানে, ছাড়টি 'লাভ ও লাভ' থেকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যেখানে অন্য কিছু বিভাগে, ছাড়টি 'আয়' থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যখন 'লাভ ও লাভ' শব্দটি আইনের অধীনে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, তখন তার অর্থ বুঝতে হবে যা বাণিজ্যিক জগতে বোঝা হচ্ছে।

১৩। উপরোক্ত যুক্তিগুলির বিরোধিতা করেছেন রাজস্বের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রীমতি বিভা দত্ত মাখিজা। তিনি যুক্তি দেন যে, রেফারেন্স অর্ডারে উল্লিখিত ক্যাম্বে ইলেকট্রিক সাপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোং লিমিটেড বনাম সিআইটি[২] রায়টি আইনের ৮০ঙ ধারার উপর নির্ভরশীল, যার সঙ্গে ৮০জজ -এর সঙ্গে সম্পর্কিত তাৎক্ষণিক মামলার কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি আরও বলেন যে, আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য এই তথ্য থেকে স্পষ্ট হবে যে, এম/এস ক্লথ ট্রেডার্স (পি) লিমিটেড বনাম আইনজীবীিশনাল সি গুজরাট[৩]-পি-এর আইনে ধারা ৮০কখ যুক্ত করার সিদ্ধান্ত। অতএব, উদ্দেশ্য ছিল এম/এসক্লথ ট্রেডার্স (পি) লিমিটেডের রায়ের প্রভাব কেড়ে নেওয়া। তাঁর মতে, ধারা ৮০কখ স্পষ্ট করে দেয় যে ছাড়গুলি মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত আয়ের প্রসঙ্গে করা হবে

---

২ (১৯৭৮) ২ এসসিসি ৬৪৪

৩ (১৯৭৯) ৩ এসসিসি ৫৩৮

'গ-নির্দিষ্ট আয়ের ক্ষেত্রে কর্তন' শিরোনামে মোট আয়। এটি আরও স্পষ্ট করে দেয় যে, সেই ধরনের আয়ের পরিমাণ আইনের বিধান অনুসারে (এই অধ্যায়ের অধীনে কোনও কর্তন করার আগে) গণনা করতে হবে। একমাত্র এটিই সেই ধরনের আয়ের পরিমাণ বলে মনে করা হবে যা করদাতার দ্বারা উদ্‌ভূত বা প্রাপ্ত হয় এবং যা তার মোট মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত।

১৪। তাঁর বক্তব্য হল, যদিও ১৯৮০ সালের অর্থ (২ নং) আইন দ্বারা ৮০কখ ধারা যুক্ত করা হয়েছে, যা '০১.০৪.১৯৮১' থেকে কার্যকর হয়েছে, তবে এটি সুস্পষ্ট। এই বিধানটি পড়ার জন্য তিনি এইচ. এইচ. স্যার রাম ভার্মা (মৃত) বনাম এল. আর. বনাম আয়কর কমিশনার, কেরালা-র[৪] রায়ের উপর নির্ভর করেছেন। তিনি 'ডিস্ট্রিবিউটরস (বরোদা) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ওরস-এর[৫] সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়'-এর কথাও উল্লেখ করেছেন, যা এম/এসক্লথ ট্রেডার্স (পি) লিমিটেডকে অতিরিক্ত শাসন করেছে এবং বিশেষত এর ১২ অনুচ্ছেদে যা নিম্নরূপ রয়েছে।

> "১২. ধারা ৮০-ঢ কার্যকর হওয়ার পরপরই গুজরাট হাইকোর্টের কাছে অতিরিক্ত সি. আই. টি বনাম ক্লথ ট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড মামলায় একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এই ধারার প্রকৃত গঠনের ক্ষেত্রে, অনুমতিযোগ্য ছাড়টি কোনও দেশীয় সংস্থার কাছ থেকে করদাতার প্রাপ্ত লভ্যাংশের সম্পূর্ণ পরিমাণের পরিপ্রেক্ষিতে বা আইনের বিধান অনুসারে গণনা করা লভ্যাংশ আয়ের প্রসঙ্গে, অর্থাৎ এই ধরনের আয় উপার্জন থেকে ধার করা অর্থের উপর প্রদত্ত সুদ কেটে নেওয়ার পরে গণনা করা হবে কিনা। ১৯৭৩ সালের ২৮শে নভেম্বর গুজরাট হাইকোর্ট একটি রায়ে বলেছিল যে ৮০-ঢধারার অধীনে অনুমোদিত ছাড়টি আইনের বিধান অনুসারে গণনা করা লভ্যাংশ আয়ের সাপেক্ষে গণনা করা যেতে পারে এবং করদাতার দ্বারা প্রাপ্ত লভ্যাংশের সম্পূর্ণ পরিমাণের সাপেক্ষে নয়। এই রায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে করদাতার এই আদালতে আপিল করা হয় এবং কাপড় ব্যবসায়ীদের মামলায় প্রদত্ত রায়ে এই আপিল অনুমোদিত হয়। এই আদালত গুজরাট হাইকোর্টের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকে খারিজ করে দেয় এবং বলে যে ৮০-ঢ ধারার অধীনে ছাড়ের অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ছাড় অবশ্যই "কোনও দেশীয় সংস্থার কাছ থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের সম্পূর্ণ পরিমাণের প্রসঙ্গে গণনা করা উচিত এবং লভ্যাংশ আয়ের প্রসঙ্গে নয় যা আইনের বিধান অনুসারে গণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ আইনের অধীনে প্রদত্ত ছাড় দেওয়ার পরে।" এই সিদ্ধান্তটি আদালত ১৯৭৯ সালের ৪ মে দিয়েছিল।

---

৪ ১৯৯৪ সাপ (১) এসসিসি ৪৭৩

৫ (১৯৮৬) ১ এসসিসি ৪৩

১৩। এখন, সংসদ অনুসারে, শীর্ষ আদালত কর্তৃক ৮০-ঢ ধারার উপর প্রদত্ত এই ব্যাখ্যাটি আইন প্রণয়নের অভিপ্রায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না এবং এর ফলে রাজস্বের যথেষ্ট অন্যায্য ক্ষতি হয়েছিল, তাই সংসদ অবিলম্বে আইন প্রণয়নের অভিপ্রায়ের বিপরীতে একটি ব্যাখ্যা ঠিক করতে এগিয়ে যায় এবং সংসদে এই ধরনের ব্যাখ্যাটি শূন্য করার লক্ষ্যে, ১৯৬১ সালের আয়কর আইনে প্রবর্তিত অর্থ (নং ২) আইন, ১৯৮০-এর ১২ ধারা দ্বারা, ১৯৬৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে পূর্ববর্তী প্রভাব সহ ৮০-ক ক ধারা, অর্থাৎ যে তারিখে ধারা ৮০-ঢ মূলত কার্যকর করা হয়েছিল, এই শর্তে যে আন্তঃ-কর্পোরেট লভ্যাংশের ক্ষেত্রে ধারা ৮০-ঢ-এর অধীনে ছাড়ের অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন, তা এই আইনের (কোনও অধ্যায়ের অধীনে) বিধান অনুসারে গণনা করা এই ধরনের লভ্যাংশের মাধ্যমে আয়ের প্রসঙ্গে গণনা করা হবে। এই নতুন ধারা ৮০-ক ক -র বৈধতা বর্তমান রিট আবেদনেবিরোধকরা হয়েছে। তবে আমরা এটা স্পষ্ট করে দিতে পারি যে, যে বিষয়টি বিরোধকরা হয়েছে তা ধারা ৮০-ক ক -র সম্ভাব্য প্রয়োগ নয়। এটি স্পষ্টতই অপ্রতিরোধ্য হবে কারণ আইনসভা সর্বদা একটি নতুন করের বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে বা সম্ভাব্য প্রভাবের সাথে বিদ্যমান করের দায় বাড়িয়ে দিতে পারে। তবে করদাতার অভিযোগটি ধারা ৮০-ক ক -তে দেওয়া পূর্ববর্তী প্রভাবের বিরুদ্ধে ছিল, কারণ এটি পোশাক ব্যবসায়ীদের মামলায় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ধারা ৮০-ঢ-এর উপর রাখা ব্যাখ্যাকে শূন্য করে এবং ধারা ৮০-ঢ-এর অধীনে অনুমোদিত কর ছাড়ের পরিমাণ হ্রাস করে করদাতার উপর করের বোঝা এফ বাড়ানোর প্রভাব ফেলবে। যাইহোক, এই রায়ের শুরুতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, ধারা ৮০-ক ক -র পূর্ববর্তী কার্যকারিতার সাংবিধানিক বৈধতার বিরুদ্ধে এই অভিযোগটি পরীক্ষা করা কেবল তখনই প্রয়োজন হবে যদি আমরা কাপড় ব্যবসায়ীদের মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্ত দ্বারা ধারা ৮০-ঢ-এর উপর দেওয়া ব্যাখ্যাটি নিশ্চিত করি। যদি আমরা কাপড় ব্যবসায়ীদের মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের সাথে একমত না হই এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করি যে গুজরাট হাইকোর্ট অতিরিক্ত সি. আই. টি বনাম জি ক্লথ ট্রেডার্স প্রাইভেট লিডের ৮০-ঢ ধারার উপর তার দ্বারা প্রদত্ত ব্যাখ্যায় সঠিক ছিল, তবে ধারা ৮০-ক ক-এর পূর্ববর্তী ক্রিয়াকলাপের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন বিবেচনা করা হবে না, কারণ সেই ক্ষেত্রে ধারা ৮০-ক ক তার পূর্ববর্তী ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে কেবল স্পষ্ট প্রকৃতির হবে এবং কোনও নতুন করের বোঝা চাপিয়ে দেবে না।

১৫ নং ধারায়, শ্রীমতি মাখিজা আয়কর কমিশনার, মাদ্রাজ বনাম কোটাগিরি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ টি ফ্যাক্টরি লিমিটেড, কোটাগিরি ® মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন, যেখানে আইনের ৮০ত ধারার বিধানগুলি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছেঃ

"১. ... ট্রাইব্যুনাল হাইকোর্টের মতামতের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নটি রেফার করেছে:

"তথ্যের ভিত্তিতে এবং মামলার পরিস্থিতিতে, আপিল ট্রাইব্যুনাল কি আইনে ঠিক বলেছিল যে আগের বছরের অব্যবহৃত লোকসান মিটিয়ে দেওয়ার আগে আয়কর আইনের ৮০-ত ধারার অধীনে ছাড়ের অনুমতি দেওয়া উচিত?"

৫. এই পর্যায়ে ৮০-ত ধারার বিধানগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে যা আইনের ৬-এ অধ্যায়ে পড়ে। ৮০-ত ধারার উপ-ধারা (১), যা মামলার উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক, নিম্নরূপ প্রদান করেঃ

(১) সমবায় সমিতি হিসাবে কোনও করদাতার ক্ষেত্রে, মোট মোট আয়ের মধ্যে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কোনও আয় অন্তর্ভুক্ত থাকলে, এই ধারার বিধান অনুসারে এবং সাপেক্ষে, করদাতার মোট আয় গণনার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কাটা হবে।

৬. ষষ্ঠ-ক অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে "মোট মোট আয়" অভিব্যক্তিটি ৮০-খ ধারার (৫) ধারায় নিম্নলিখিত শর্তে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ

"মোট আয়" অর্থ মোট আয়ের হিসাব-নিকাশ এই আইনের বিধান অনুযায়ী, কোন এই অধ্যায়ের অধীনে ছাড়।

"৭। যদি ধারা ৮০-ত (১)-কে ধারা ৮০-খ(৫)-তে অন্তর্ভুক্ত" মোট মোট আয় "অভিব্যক্তিটির সংজ্ঞা সহ পড়া হয়, তবে এটি ধরে নিতে হবে যে ধারা ৮০-ত-এর অধীনে ছাড় দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথমে আইনের অন্যান্য বিধান অনুসারে মোট মোট আয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এর অর্থ হল বর্তমান মামলার উদ্দেশ্যে মোট মোট আয় অবশ্যই আইনের ধারা ৭২-এর অধীনে প্রয়োজনীয় পূর্ববর্তী বছরগুলির ব্যবসায়িক ক্ষতির আয়ের বিপরীতে নির্ধারণ করতে হবে।

xx xx xx

---

৬ (১৯৯৭) ৯ এসসিসি ৫৩৭

১২. ডিস্ট্রিবিউটরস (বরোদা) (পি) লিমিটেডের (১৯৮৬) ১ এস. সি. সি ৪৩:১৯৮৬ এস. সি. সি (ট্যাক্স) ১৫৯: (১৯৮৫) ১৫৫ আই. টি. আর ১২০] এবং এইচ-এর ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইন বিবেচনা করে। স্যার রাম ভার্মা [১৯৯৪ সালের সম্পূরক (১) এস. সি. সি ৪৭৩: (১৯৯৪) ২০৫ আই. টি. আর ৪৩৩]-এর মতে, ৮০-ত (২) ধারার অধীনে ছাড়ের বিষয়টি বিবেচনা করার আগে আয়কর আধিকারিক আইনের ৭২ ধারা অনুসারে পূর্ববর্তী বছরগুলির বহন-অগ্রগতির ক্ষতি যথাযথভাবে নির্ধারণ করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে উক্ত ক্ষতিগুলি আয়ের চেয়ে বেশি ছিল, তিনি যথাযথভাবে ৮০-ত (২) ধারার অধীনে কোনও ছাড়ের অনুমতি দেননি এবং আপিল সহকারী কমিশনার পাশাপাশি ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্ট বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে ভুল করেছিলেন।

১৩. ধারা ৮০-ত-র উপ-ধারা (১)-এ "মোট মোট আয়" অভিব্যক্তিটি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে শ্রীমতী রামচন্দ্রনের দ্বারা প্রবর্তিত সংবিধিবদ্ধ গঠনের নীতির কোনও প্রয়োগ নেই। ধারা ৮০-খ(৫)-এ উল্লিখিত অভিব্যক্তিটিকে ষষ্ঠ-এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে সংজ্ঞায়িত করার স্পষ্ট বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, ধারা ৮০-ত-তে উক্ত অভিব্যক্তিটিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার কোনও সুযোগ নেই।

১৬. আমরা উপরোক্ত জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করেছি,

১৭. শুরুতে, এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই ক্ষেত্রে আদালত আইনের ৮০জজ ধারার বিধানগুলির সঙ্গে যুক্ত এবং তাই, সেই নির্দিষ্ট বিধানে ব্যবহৃত ভাষাটি মনে রাখতে হবে। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, ৮০জজ ধারার উপ-ধারা (১) করদাতার মোট আয় গণনার ক্ষেত্রে "এই ধরনের লাভ এবং লাভ থেকে ২০ শতাংশের সমান পরিমাণের ছাড়"-এর অনুমতি দেয়। সুতরাং, যতদূর পর্যন্ত এই বিধানের অধীনে গ্রহণযোগ্য ছাড় অনুমান করা হয়, এটি 'লাভ এবং লাভ' থেকে হয়। এই প্রসঙ্গে প্রথম প্রশ্নটি হবেঃ 'লাভ এবং লাভ' অভিব্যক্তিটির কী অর্থ বরাদ্দ করা হবে? এখানে আমরা দেখতে পাই যে ৫ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখের রেফারেন্স অর্ডারটি সঠিকভাবে 'লাভ ও লাভ' এবং 'আয়'-এর মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছে। আমরা উল্লিখিত রেফারেন্স অর্ডারটি সম্পূর্ণরূপে পুনরুত্পাদন করতে চাই কারণ আমরা দেখতে পাই যে এটি আইনি অবস্থানকে সুস্পষ্টভাবে এবং নিখুঁতভাবে ধারণ করেঃ

"১ আমরা এই মামলাগুলিতে মূল্যায়ন বছর ১৯৭৯-১৯৮০ এবং মূল্যায়ন বছর নিয়ে উদ্বিগ্ন। রাজস্থান হাইকোর্ট ১৭ই মে, ২০০৪ তারিখের বিতর্কিত রায়ে মতিলাল পেস্টিসাইডস (আই) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম আয়কর কমিশনার, দিল্লি-২ (২০০০) ৯ এস. সি. সি ৬৩-এর মামলায় এই আদালতের রায়ের পরে আয়কর আইন, ১৯৬১-এর ধারা ৮০-জ জ -কে ব্যাখ্যা করেছে।

হাইকোর্ট তার সামনে নিম্নলিখিত প্রভাবের একটি যুক্তি লক্ষ্য করেছেঃ

"সর্বাধিক বিনীতভাবে বলা হয়েছে যে, 'আয়' ধারণার তুলনায় 'লাভ ও লাভ' ধারণাটি একটি বৃহত্তর ধারণা। প্রকৃত ব্যয় নির্ধারণের পরে লাভ ও লাভ/ক্ষতি নির্ধারণ করা হয় ২ করদাতার বিক্রয় থেকে। এতে কোনও অবমূল্যায়ন ও বিনিয়োগ ভাতা অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ এগুলি প্রকৃতপক্ষে করদাতার দ্বারা ব্যয় করা ব্যয় নয়। তবে, 'আয়' শব্দটি অবমূল্যায়ন ও বিনিয়োগ ভাতার কারণে ছাড়ের বিষয়টি বিবেচনা করে। অতএব, লাভ ও লাভ শব্দটি 'আয়' শব্দের সমার্থক নয়।

যাইহোক, হাইকোর্ট সঠিকভাবে অনুভব করেছে যে এটি এই আদালতের রায় দ্বারা আবদ্ধ ছিল।

২. মতিলাল পেস্টিসাইডস (১) প্রাইভেট লিমিটেড (উপরোক্ত) এই আদালতের একটি রায় যা আয়কর আইনের একই ধারা ৮০-জ জ -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে দিল্লি হাইকোর্টের রায়কে নিশ্চিত করেছে। মূল্যায়ন বছরগুলিও এই আপিলগুলির সাথে জড়িত একই মূল্যায়ন বছর ছিল।

৩. এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইনের প্রশ্নটি হল, মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল কি এই রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল যে, করদাতার আয়কর আইন, ১৯৬১-এর ৮০-জ জ -এর অধীনে ৩০,০৩৫ (তরল ধারা)-এর মোট লাভের উপর ছাড় পাওয়ার অধিকার নেই, কিন্তু মূল্যায়ন বছরের জন্য ৩-এর নিট আয়ের উপর ছাড় পাওয়ার অধিকার রয়েছে?

৪। এরপরে, এই আদালত রায়ের অনুচ্ছেদ ২-এ ধারা ৮০-জ জ এবং অনুচ্ছেদ ৩-এ ধারা ৮০-ঢ নির্ধারণ করেছে। এটি লক্ষ্য করা যাবে যে, যেখানে ধারা ৮০-জ জ "যে কোনও লাভ এবং লাভ থেকে উদ্ভূত" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করে, সেখানে ধারা ৮০-ঢ "যে কোনও আয়" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করে। ধারা ৮০-ঢ ক্লোথ ট্রেডার্স (পি) লিমিটেড বনাম সি. আই. টি (১৯৭৯) ৩ এস. সি. সি ৫৩৮-এ ধার্য করা হয়েছিল, যার অর্থ এই যে সেই ধারার উদ্দেশ্যে, মোট মোট আয়ের উপর ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হবে, নিট আয়ের উপর নয়। এটি ডিস্ট্রিবিউটরস (বরোদা) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (১৯৮৬) ১ এস. সি. সি ৪৩-তে অতিরিক্ত শাসিত হয়েছিল।

৫. ভগবতী বিচারপতি যিনি কাপড় ব্যবসায়ীদের মামলায় পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের পক্ষ ছিলেন, তিনি ডিস্ট্রিবিউটরস (বরোদা) মামলায় একটি রায় দিয়েছিলেন যে কাপড় ব্যবসায়ীদের মামলা স্পষ্টতই ভুল ছিল

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কারণ "কোনও আয়" শব্দটি সম্ভবত মোট মোট আয়কে বোঝাতে পারে না তবে কেবল "নিট আয়" কে বোঝায়। এছাড়াও, ডিস্ট্রিবিউটরস (বরোদা) মামলাটি ক্যাম্বে ইলেকট্রিক সাপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোং লিমিটেড বনাম আয়কর কমিশনার, গুজরাট-আইএল, আহমেদাবাদ (১৯৭৮) ২ এসসিসি ৬৪৪-এ এই আদালতের রায় অনুসরণ করেছে যা সিদ্ধান্তটি আয়কর আইনের ধারা ৮০-ঙ-এর সাথে সম্পর্কিত। ধারা ৮০ ই নিম্নরূপঃ –

> ৮০ঙ-নির্দিষ্ট কিছু সংস্থার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শিল্প থেকে লাভ ও লাভের ক্ষেত্রে ছাড়-(১) যে সংস্থায় এই ধারা প্রযোজ্য, সেই সংস্থার ক্ষেত্রে (এই আইনের অন্যান্য বিধান অনুযায়ী গণনা করা) মোট আয়ের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বা বিতরণ বা অন্য কোনও ধরনের বিদ্যুৎ বা পঞ্চম তফসিলে তালিকায় নির্দিষ্ট কোনও এক বা একাধিক পণ্য বা জিনিসের নির্মাণ, উৎপাদন বা উৎপাদনের ব্যবসার জন্য দায়ী কোনও লাভ ও লাভ অন্তর্ভুক্ত থাকলে, সংস্থার মোট আয় গণনায় আট শতাংশের সমান পরিমাণের মুনাফা ও লাভ থেকে ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হবে।
>
> (২) এই ধারাটি প্রযোজ্য
>
> (ক) কোনও ভারতীয় সংস্থা; অথবা (খ) ভারতের অভ্যন্তরে লভ্যাংশ (অগ্রাধিকার শেয়ারের উপর লভ্যাংশ সহ) ঘোষণা ও প্রদানের জন্য নির্ধারিত ব্যবস্থা করা অন্য কোনও সংস্থা। কিন্তু (১) ধারায় উল্লিখিত কোনও ভারতীয় সংস্থার ক্ষেত্রে অথবা (খ) ধারায় উল্লিখিত অন্য কোনও সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যদি সেই ভারতীয় বা অন্য কোনও সংস্থা উপ-ধারা (১)-এর বিধানগুলি প্রয়োগ করার আগে গণনা করা মোট আয়ের ১০৮ ধারায় উল্লিখিত কোনও সংস্থা হয়, যা পঁচিশ হাজার টাকার বেশি হবে না।

৬। এটি লক্ষ্য করা যাবে যে এই আপিলের বিবেচনাধীন ধারার বিপরীতে, ধারা ৮০-ঙ "মোট আয় [এই আইনের বিধান অনুসারে ৫ হিসাবে গণনা করা হয়েছে]" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করে এবং ধারা ৮০-ঙ-এর অধীনে ছাড়ের উদ্দেশ্যে এইভাবে গণনা করা কোনও লাভ ও লাভের কথা বলে। বর্তমান ক্ষেত্রে এটি দেখা যাবে যে উল্লিখিত শব্দগুলি ধারা ৮০-এইচ-এ তাদের অনুপস্থিতির কারণে সুস্পষ্ট, যদিও "লাভ ও লাভ" অভিব্যক্তিটি ধারা ৮০-ঙ-তে ব্যবহৃত একই অভিব্যক্তি।

৭. মতিলাল কীটনাশক (উপরে উল্লিখিত)-এর ৪র্থ অনুচ্ছেদে যে ৮০-জ জ এবং ৮০-ঢ ধারার ভাষা একই, তা প্রাথমিকভাবে ভুল। ধারণাগতভাবে, আয়কর আইনের অধীনে "যে কোনও আয়" এবং "লাভ ও লাভ" আলাদা।

(৮০-এ এবং এবি ধারার সঙ্গে পড়া ধারা ৮০-ঢ দেখুন, ধারা ৮০-টি যা "যে কোনও আয়ের" কথা বলে এবং ধারা ২৮ যা "লাভ ও লাভ থেকে আয়ের" কথা বলে যা দেখায় যে ধারণাগতভাবে দুটি অভিব্যক্তি আইনে স্বতন্ত্র হিসাবে বোঝা যায়)।

৮. মতিলাল কীটনাশক (উপরোক্ত) মামলার রায়ের ৫ নং অনুচ্ছেদে, আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রামমূর্তি বলেন যে, কাপড় ব্যবসায়ী ও বিতরণকারী (বরোদা) উভয়ই এমন মামলা যা শুধুমাত্র ৮০-ঢ ধারার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এই আদালতের ৮০-ক খ ধারার আবেদন বিবেচনা করার কোনও সুযোগ ছিল না এবং ৬টি ধারার সঙ্গে আইনের ৮০-জ জ ধারার উল্লেখ ছিল। এই যুক্তি প্রতিহত করার সময় আদালত এইচ. এইচ. স্যার রাম ভার্মা (১৯৯৪) সম্পূরক(১) এস. সি. সি ৪৭৩-এর আরেকটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে, যে রায়টি তখন নবগঠিত ৮০-এ. এ এবং ৮০-ক খ ধারার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। এই দুটি ধারা আবার ধারা ৮০-ঢ-এর অধীনে করা ছাড়ের সাথে সম্পর্কিত; এবং ধারা ৮০-ফ যার সাথে সেই রায়টি সম্পর্কিত ছিল, "লাভ ও লাভ"-এর পরিবর্তে "যে কোনও আয়" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করে। অতএব, এটি স্পষ্ট হবে যে প্রাথমিকভাবে 'ভার্মার মামলার আবার "লাভ ও লাভ" ধারণার সাথে খুব কম সম্পর্ক রয়েছে যার সাথে আমরা এখানে উদ্বিগ্ন। এই কারণগুলির জন্য, বিষয়গুলি ভারতের মাননীয় প্রধান বিচারপতির সামনে রাখা উচিত যাতে মতিলাল কীটনাশক (উপরে)-এর রায়ের সঠিকতা বিবেচনা করার জন্য একটি উপযুক্ত বেঞ্চ গঠন করা যায়।

১৮, আমরা ইতিমধ্যেই সংক্ষেপে এবং বিস্তৃতভাবে বলেছি, আয়ের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, বিশেষত, আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে প্রদত্ত আয় গণনা করার প্রসঙ্গে, এবং মোট আয় গণনা করার সময় আইনের ষষ্ঠ-ক অধ্যায়ের অধীনে অনুমোদিত ছাড়ের সঙ্গে এর তুলনা করেছি। এই প্রকল্পটি একদিকে 'আয়' এবং অন্যদিকে 'লাভ ও লাভ' ধারণার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরে। ব্যবসা বা পেশা থেকে 'লাভ ও লাভ' শীর্ষের অধীনে আয়ের গণনার ক্ষেত্রে, আইনের ২৮ নং ধারায় বিভিন্ন ধরনের আয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা এই শীর্ষের অধীনে ধার্য। অতএব, কোনও নির্দিষ্ট করদাতার দ্বারা অর্জিত সেই বিধানে বিশেষভাবে উল্লিখিত সমস্ত আয় করদাতার লাভ ও লাভ অর্জনের জন্য একত্রিত করতে হবে। ধারা ২৯

এর মধ্যে 'আয়' অর্জনের পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে যা আইনের ৩০-৪৩ঘ ধারার বিধান অনুসারে গণনা করতে হবে। ৩০-৪৩ ঘ ধারাগুলিতে বিভিন্ন ধরনের ছাড় রয়েছে যা ব্যয়ের প্রকৃতির বা একই প্রকৃতির। এই বিধানগুলিতে গ্রহণযোগ্য ছাড়গুলি প্রদান করার পরে, একজন নিট লাভের সংখ্যায় পৌঁছে যায় যা 'লাভ, এবং ব্যবসা বা পেশার লাভ' শিরোনামে নিট আয় হয়ে উঠবে। বিপরীতে, উপরে উল্লিখিত হিসাবে, আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অধীনে কিছু ছাড় প্রণোদনার মাধ্যমে দেওয়া হয়। এই আইনের ৮০ক ধারায় বলা হয়েছে যে, করদাতার মোট আয় গণনা করার সময়, এই অধ্যায়ের বিধানগুলির বিষয় অনুসারে, তার মোট মোট আয় থেকে ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হবে, যা ৮০গ থেকে ৮০ন ধারায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, ৮০গ থেকে ৮০ন ধারায় বিভিন্ন বিষয় রয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছাড়ের নির্দিষ্ট শতাংশও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ধারা ৮০ক নিজেই "তার মোট মোট আয় থেকে" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করে কারণ এতে বলা হয়েছে যে কোনও করদাতাকে তার মোট মোট আয় থেকে "ছাড়ের অনুমতি দিতে হবে। তদুপরি, ধারা ৮০গ থেকে ৮০ন পর্যন্ত বিভিন্ন বিধান, কোন শতাংশে এবং কোন সময়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট ছাড় অনুমোদিত তা উল্লেখ করার সময়, এই ধরনের ছাড় কীভাবে তৈরি করা হবে তাও নির্দিষ্ট করে, যথা, কোন উপাদানের ছাড়ের নির্দিষ্ট শতাংশ। এই বিভাগগুলি বিভিন্ন পরামিতি সরবরাহ করে। ধারা ৮০জজ সম্পর্কিত, এটি বিশেষভাবে উল্লেখ করে যে" লাভ এবং লাভের "২০ শতাংশ ছাড়।

১৯। ধারা ৮০ক-এর সঙ্গে ধারা ৮০জজ -এর পাঠ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করবে যে, এই ধরনের ছাড় মোট মুনাফা ও লাভের হতে হবে, অর্থাৎ, আইনের ৩০ থেকে ৪৩ঘ ধারায় নির্দিষ্ট আয় গণনা করার আগে। ডিভিশন বেঞ্চ রেফারেন্স অর্ডারে সঠিকভাবে উল্লেখ করেছে যে, মতিলাল পেস্টিসাইডস মামলায় আদালত এম/এসকলথ ট্রেডার্স (পি) লিমিটেডের রায় অনুসরণ করেছে, যা আইনের ৮০কম ধারার অধীনে একটি মামলা ছিল, এই ভিত্তিতে যে ধারা ৮০জজ এবং ধারা ৮০কম-এর ভাষা একই। এই ভিত্তি স্পষ্টভাবে ভুল কারণ দুটি বিধানের ভাষা বস্তুগতভাবে আলাদা। অতএব, আমরা মনে করি যে মতিলাল কীটনাশকের রায়টি ভুল। অতএব, আমরা এই রায়টি বাতিল করি।

২০. রাজস্ব বিভাগের প্রবীণ বিচারপতির ৮০কখ ধারার যুক্তির সঙ্গে আমরা একমত হতে পারছি না, যা যুক্ত করা হয়েছিল

১ লা এপ্রিল, ১৯৮১ থেকে কার্যকর হওয়া অর্থ (নং ২) আইন, ১৯৮০ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রকৃতির। এটি একটি সম্ভাব্য প্রভাবের সাথে তৈরি একটি বিধান, যেমন সংশোধন আইনটি তাই বলে। অতএব, এটি মূল্যায়ন বছরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, যখন এই মূল্যায়ন বছরের পরে ৮০কখ ধারাটি সংবিধির বইয়ে আনা হয়েছিল। এই অবস্থানটি কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ দ্বারা জারি করা ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ২৮১ পড়ার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায়। এই বিজ্ঞপ্তিটি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নতুন ধারা ৮০কএ এবং ৮০কখ যুক্ত করার কারণগুলি বর্ণনা করে। এটি মেসার্সের রায়কে বোঝায়। কাপড় ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে এবং উল্লেখ করা হয়েছে যে পূর্বোক্ত বিভাগগুলিতে নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী আইনের বিধান অনুসারে গণনা করা নিট আয়ের প্রসঙ্গে গণনা করা হবে (অধ্যায় ভি. আই. এ-এর অধীনে কোনও ছাড় দেওয়ার আগে) তবে, সংশ্লিষ্ট ধারাগুলির অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার সাপেক্ষে, এই ধরনের আয়ের মোট পরিমাণের প্রসঙ্গে নয়। তা সত্ত্বেও, এই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে এটি ১লা এপ্রিল, ১৯৮১ থেকে কার্যকর হবে। এই বিজ্ঞপ্তির নিম্নলিখিত অংশটি প্রাসঙ্গিকঃ

> নতুন ধারা ৮০কখ ১৯৮১ সালের ১ লা এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে এবং সেই অনুযায়ী মূল্যায়ন বছর এবং পরবর্তী বছরগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এটি যত্ন সহকারে উল্লেখ করা উচিত যে ধারা ৮০ক-এর বিপরীতে নতুন ধারা ৮০কখ -র কোনও পূর্ববর্তী কার্যকারিতা থাকবে না।

২১. সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে আইনি অবস্থানে পরিবর্তন শুধুমাত্র ধারা ৮০কখ যুক্ত করার মাধ্যমেই আনা হয় এবং মূল্যায়ন বছর থেকে প্রযোজ্য করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে, রাজস্বের উপর নির্ভরশীল কাপড় ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে রায়গুলির কোনও প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না। একইভাবে, কোটাগিরি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ টি ফ্যাক্টরি লিমিটেডের রায়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা সেখান থেকে প্রাপ্ত অনুচ্ছেদগুলি থেকে বোঝা যায় এবং তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে এর কোনও প্রয়োগ হবে না।

২২। ফলস্বরূপ, এই সমস্ত আপিল অনুমোদিত হয়।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।